

জেলা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩ শিক্ষার্থীকে শান্তি দিল প্রশাসন

প্রতিনিধি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৪, ১০: ০০



রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ফাইল ছবি

শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শিক্ষার্থীকে স্থায়ী বহিষ্কারসহ ৩৩ জনকে নানা মেয়াদে শান্তি দিয়েছে প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা উপকমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩৫তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। তবে শান্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম-পরিচয় জানানো হয়নি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অপরাধের ধরন ও মাত্রাভেদে ৬ জনকে স্থায়ী বহিষ্কার (ছাত্রত্ব না থাকলে সনদ বাতিল), ৫ জনকে ২ বছরের জন্য বহিষ্কার, ৪ জনকে ১ বছরের জন্য বহিষ্কার, ২ জনকে ১ সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার, ১ জনকে ১ সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, ১ জনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও ১৪ জনের আবাসিকতা বাতিল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সরাসরি হামলা, র্যাগিং, ষড়যন্ত্র, ইন্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা, ভয়ভীতি, হলে সিট বাণিজ্য, গণরুমের ছাত্রীদের জোরপূর্বক স্লোগান দিতে বাধ্য করা, হলের কক্ষের তালো ভেঙে কক্ষ দখল, গভীর রাতে ছাত্রীদের ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে মিটিং করা, শিক্ষার্থীদের ব্ল্যাকমেল করা, শিক্ষার্থীদের জিনিস চুরি, দুর্ব্যবহার করা, নেশাদ্রব্য সেবন করা, উচ্চস্বরে গান বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো, রাতে নিজ কক্ষে নিয়ে গিয়ে অমানবিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো, মুঠোফোন, পেনড্রাইভ ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্রে তল্লাশি চালানো, হত্যার হুমকি দেওয়া, শিক্ষার্থীদের নিপীড়ন, অত্যাচারসহ বিভিন্ন অপরাধের কারণে এ শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রক্টর দপ্তর, বিভিন্ন বিভাগ ও হলে জমা পড়া অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ বিবেচনায় এসব শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমরা এখনই তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। সিদ্ধান্তের কপি শাস্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানোর পর সবার পরিচয় প্রকাশ করা হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব বলেন, ‘শাস্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ একটি রাজনৈতিক দলের। তবে তাঁদের রাজনৈতিক বিবেচনায় কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি; বরং সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ জায়গায় বার্তা থাকবে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলে তাঁকে দলমত-নির্বিশেষে শাস্তি পেতে হবে।’

